93031 - চুরকিৃত জনিসি ক্রয় করা এবং ক্রতো ছাড়া অন্য কাউকে হস্তান্তর করার হুকুম

প্রশ্ন

আমার বাবা একজন কাফরে থকেে কছিু যন্ত্রপাতি কনিছেনে, অথচ তনিি জাননে যে এগুলো চুরি করা। এ ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে? আমি বাবার কাছ থকেে কোনো সম্পদ নয়িে তা যদি ব্যবসায় বনিয়িোগ করি, তাহলে এ ব্যাপারে শরীয়তরে বধিান কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

চুরি করা পণ্য ক্রয় করা জায়যে নয, যদওি তা কাফরিদরে কাছ থকেে চুরি করা হয়ে থাকে। এটি সত্তাগতভাবে হারাম সম্পদ, যা কারো জন্য অধকিারে নওেয়া জায়যে নয়। এমনকি ক্রয, হবো বা উত্তরাধকিাররে মতো বধৈ পথওে নয়।

যে ব্যক্তি জানে যে সে যা কনিতে যাচ্ছে তা চুরি করা, তার উপর ওয়াজবি হলো চোরকে নষিধে করা, তাকে চুরি থকেে তওবা করতে বলা এবং পণ্য মালকিদরে কাছে ফরিয়িে দতিে বলা। যদি সম্ভব হয় এবং মালকিদরে পরচিয় জানা থাকে, তাহলে পণ্য তাদরে কাছে ফরিয়িে দওেয়ার চষ্টো করা অথবা তাদরেকে তাদরে চুরি হওয়া পণ্যরে অবস্থান সম্পর্কে জানানো অথবা সংশ্লষ্টি কর্তৃপক্ষকে অবহতি করা।

যে ব্যক্তি জনেশেুনে চুররি পণ্য ক্রয় করছে, সে গুনাহগার হয়ছে। তার তওবার পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হলো পণ্য মালকিদরে কাছে ফরিয়িে দওেয়া এবং যে বক্রিতোর কাছ থকেে কনিছে তার কাছ থকেে মূল্য ফরেত নওেয়া।

চোররে কাছ থকেে কনো মূলতঃ চোরকে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করা, তাকে তার কাজ অব্যাহত রাখতে উৎসাহতি করা এবং অন্যায়রে বরিুদ্ধে নষিধে করা ছড়েে দওেয়া। এছাড়া ক্রয়-বক্রিয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলরি মধ্যে একটি হলো বক্রিতো যা বক্রি করছে তার মালকি হওয়া। যদি সে চোর হয়, তাহলে সে মালকি নয়। এটি ক্রয়-বক্রিয়রে চুক্তকিে বাতলি করে দয়ে।

এ বষিয়ে পূর্ববর্তী আলমেদরে ফতোয়াসমূহ নম্নিরূপ:

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিা রহমিাহুল্লাহ বলনে:

“জবরদখলকৃত সম্পদ এবং অগ্রহণযোগ্য চুক্তরি মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্পদ দখলে নওেয়ার মাধ্যমে বধৈ হয় না। যদি

মুসলমি তা জানতে পারে, তাহলে সে এর থকেে বরিত থাকবে। যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি যে সে কারো সম্পদ চুরি করছে বা আমানতরে খয়িানত করছে বা অন্যায়ভাবে জোর করে কারো সম্পদ দখল করছে: আমার জন্য তার কাছ থকেে তা নওেয়া জায়যে নয় — না হবো বা উপহাররে মাধ্যমে, না বনিমিয় হসিবে, না মজুররি পরশিোধ হসিবে, না বক্রিয়মূল্য হসিবে, আর না ঋণ পরশিোধ হসিবে। কনেনা এটি সইে মজলুমরে নজিরে সম্পদ।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৩২৩)]

২. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমিাহুল্লাহ আরও বলনে:

“তাদরে (অর্থাৎ তাতারদরে) কাছে বা অন্য কারো কাছে যদি এমন সম্পদ থাকে যা তারা কোনো নরিপরাধ ব্যক্তরি কাছ থকেে জোরপূর্বক নয়িছে বলে জানা যায়, তাহলে যে ব্যক্তি তা নজিরে অধকিারে নওেয়ার উদ্দশ্যে ক্রয় করতে চায় তার জন্য তা ক্রয় করা জায়যে নয়। তবে যদি উদ্ধার করার লক্ষ্যে ক্রয় করা হয় যাতে শরীয়তসম্মত খাতে ব্যয় করা যায়, তাহলে সম্ভব হলে মালকিদরে কাছে ফরিয়িে দবিে। নতুবা মুসলমিদরে কল্যাণে ব্যয় করা জায়যে হবে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/২৭৬)]

৩. ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেরা বলনে:

“যদি কোনো ব্যক্তি নশ্চিতি হয় যে বক্রিয়রে জন্য উপস্থাপতি পণ্যটি চুরি বা ছনিতাই করা অথবা যে ব্যক্তি তা উপস্থাপন করছে সে শরীয়তসম্মতভাবে এর মালকি নয় এবং তা বক্রিয়ে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয়, তাহলে তা ক্রয় করা তার জন্য হারাম। কারণ এই ক্রয়রে মধ্যে রয়ছে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পারস্পরকি সহযোগতিা, প্রকৃত মালকিরে কাছ থকেে পণ্য ছনিয়িে নওেয়া, মানুষরে উপর যুলুম করা, অন্যায়কে স্বীকৃতি দওেয়া এবং পাপে তার অংশীদার হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষত্রেে পরস্পর সহযোগতিা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষত্রেে সহযোগতিা করো না।”[সূরা আল-মায়দিাহ: ২]

সুতরাং যে ব্যক্তি জানে যে এই পণ্যটি চুরি করা বা ছনিতাই করা, তার উচতি নম্রতা, কোমলতা ও প্রজ্ঞার সাথে চোরকে উপদশে দওেয়া যাতে সে চুরি থকেে ফরিে আসে। যদি সে না ফরেে এবং তার অপরাধে অটল থাকে, তাহলে তার উপর দায়ত্বি হলো সংশ্লষ্টি কর্তৃপক্ষকে বষিয়টি জানানো, যাতে অপরাধী তার অপরাধরে উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং অধকিার তার মালকিরে কাছে ফরিে আসে। আর এটি সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষত্রেে সহযোগতিার অন্তর্ভুক্ত। কনেনা এতে যালমিকে তার যুলুম থকেে বরিত রাখা এবং যালমি ও মযলুম উভয়কে সাহায্য করা হয়।

এ কারণইে হাদীসে এসছে, আনাস রাদযিাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

“তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মযলুম।” সাহাবীরা বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এই মযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম, কিন্তু যালিমকে কীভাবে সাহায্য করব?” তিনি বললেন: ‘তার হাত ধরে রাখবে (অর্থাৎ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে)। [বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং ইমাম আহমাদ মুসনাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।] আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে: এক ব্যক্তি বললেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! মযলুম হলে সাহায্য করব, কিন্তু জালিম হলে কীভাবে সাহায্য করব?’ তিনি বললেন: “তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, কেননা এটিই তার সাহায্য।”

সুতরাং, যালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে তার যুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা এবং মযলুমকে সাহায্য করার অর্থ তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং যালিমকে তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাধা দেওয়া। এটি ফরযে কিফায়া। যদি সরকারিভাবে বা অধিক শক্তিমানের পক্ষ থেকে এ কাজ করার কেউ না পাওয়া যায়, তাহলে তার সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী নম্রতা ও কোমলতার সাথে এটি করা তার উপর কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর এর জন্য সে ইনশাআল্লাহ সওয়াব ও পুরস্কার পাবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, শাইখ আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ, শাইখ সালেহ আল-ফাউযান, শাইখ বকর আবু যাইদ।”[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমা (১৩/৮২, ৮৩)]

৪. শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“আমার কাছে এমন একটি পণ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যা চুরি করা বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে যে তা উপস্থাপন করেছে সে চোর নয়, বরং সে তা এমন একজনের কাছ থেকে কিনেছে যে চোরের কাছ থেকে কিনেছিল। আমি যদি এটা জেনেও তা কিনি তাহলে কি আমি গুনাহগার হব, যদিও আমি সেই মালিককে চিনি না যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে?”

তিনি উত্তরে বলেন: “শরীয়তের দলিলসমূহ থেকে যা স্পষ্ট হয়; যদি তোমার কাছে স্পষ্ট হয় বা প্রবল ধারণা হয় যে এটি চুরি করা, তাহলে তা ক্রয় করা তোমার জন্য জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহায়তা করো না।” আর এ কারণে যে, তুমি জানো বা তোমার প্রবল ধারণা হয় যে বিক্রেতা শরীয়ত অনুসারে এর মালিক নয় এবং তা বিক্রয়ে তাকে শরীয়ত অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাহলে তুমি কীভাবে তার যুলুমে তাকে সহায়তা করবে এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে? হ্যাঁ, যদি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এবং মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তা ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, যদি জোর করে তা নেওয়া সম্ভবপর না হয় এবং যালিমকে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর না হয়। তবে যদি জোর করে তা নেওয়া এবং তাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হয়, তাহলে সেটি করাই ওয়াজিব হবে। উক্ত হুকুম এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে: “তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম

হোক বা মযলুম।’[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১৯/৯১, ৯২)]

দুই:

আপনার বাবার কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই। কারণ যার সম্পদে হালাল-হারাম মিশ্রিত হয়ে গেছে, তার সাথে ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেন করতে কোনো সমস্যা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের সাথে লেনদেন করতেন, অথচ তারা সুদখোর এবং হারাম সম্পদভোগী ছিল।

তবে আপনার বাবার কাছ থেকে আপনি যে সম্পদ নিচ্ছেন তা যদি স্বয়ং চুরিকৃত সম্পদ হয়, তাহলে তা আপনার বাবার জন্যও বৈধ নয় এবং আপনার জন্যেও নয়।

পরিশেষে আপনার উচিত আপনার বাবাকে হালাল অন্বেষণ করতে এবং হারাম বর্জন করতে উপদেশ দেওয়া। কেননা যে শরীর হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে, জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযুক্ত।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি যে, তিনি আপনাদেরকে তাঁর হালাল দিয়ে হারাম থেকে এবং তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।